নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা-১০, পৃঃ ২৭-৪৮
©২০০৫ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাস পাঠঃ জ্ঞান বিকাশের নির্মোহ ধারাভাষ্য বনাম বিশ্লেষণী ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন[*]

ভূমিকা

বিবর্তনবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, ক্রিয়াবাদ, কাঠামোবাদ প্রভৃতি তাত্ত্বিক ধারাগুলো নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার দিগন্তে উদিত হয়েছে, একটা সময়কাল দীপ্তি ছড়িয়েছে এবং পরবর্তীতে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এভাবে দেখলে এ তাত্ত্বিক ধারাগুলোর একটি অন্যটিকে ক্রমাগত খারিজ করে যায় এবং অনুসন্ধান, বোঝাপড়া ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিন্ন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু এসব প্রায়-দার্শনিক তাত্ত্বিক ধারাগুলো যে সম্পূর্ণই একটি অন্যটির বিপরীত তা কিন্তু নয়। দৃশ্যমান প্রতিপক্ষতার অন্তরালে এই ধারাগুলোর পরস্পরের মধ্যে রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু মিল । সে মিলকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখা যেতে পারে। অ্যাডাম কুপার তার এক পরিশ্রমী কাজে (Kuper 1988) তাত্ত্বিক ধারাগুলোর মধ্যকার একটি গভীর সাদৃশ্য নিয়ে কথা বলেছেন। এই সাদৃশ্য যে কী গভীর তাৎপর্যবাহী তা-ও তিনি বহুলাংশে বিশ্লেষণ করেছেন। সাদৃশ্য হলো এই যে এ তাত্ত্বিক ধারাগুলো আবর্তিত হয়েছে অভিন্ন বিষয়বস্তুকে ঘিরে; এগুলোর জিজ্ঞাসার কেন্দ্র অভিন্নঃ ডারউইন, মেইন, মর্গান থেকে শুরু করে লেভি-স্ট্রস পর্যন্ত সকল নৃবিজ্ঞানীই কথা বলেছেন 'আদিম সমাজ'-এর ধারণা নিয়ে। 'আদিম সমাজ'-এর বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ ছিল এঁদের সকলের অভীষ্ট। এই অভিন্নতা সাদামাটা একটি ঐতিহাসিক তথ্য মাত্র নয়, এর তাৎপর্য অনেক গভীর। বস্তুত এ হচ্ছে আদিম সমাজ বিষয়ে নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার ধারাবাহিক ও ক্রমাগত নির্মাণ, সেটির বাড়-বাড়ন্ত, নানারূপে অভিন্ন এক বিষয়কে ফুলে-ফেঁপে উঠতে দেয়া। এ আসলে বিশেষ কিছু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিশেষ এক ধরনের জ্ঞানের ক্রমাগত নির্মাণ। কুপার তার পুস্তকের শিরোনামের মধ্যেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেনঃ

[*] প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ,জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

'আদিম সমাজ উদ্ভাবনঃ এক কুহকের রূপান্তর' (The invention of Primitve Society: Transformations of an illusion)।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আদিম সমাজ সংক্রান্ত এক সাধারণ (বলা যাক, ছকে বাঁধা) চিত্রমালা নৃবিজ্ঞান উপস্থাপন করে আসছে এবং এটি যেভাবে করা হচ্ছে তাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে আদিম সমাজ সংক্রান্ত একটি নির্দিষ্ট ধরনের জ্ঞান ও নির্দিষ্ট ইমেজকে শক্তিশালী করার ধারাবাহিক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশ্রম হিসেবে। কুপার বলছেন আদিম সমাজ নিয়ে (ইউরোপীয় জ্ঞান ঐতিহ্যের মধ্যে) অনুমান, ভাবনা বা কল্পনাবিলাসের গল্প অনেক দীর্ঘ ও জটিল। সে দীর্ঘ ইতিহাসকে বিবেচনা না করে ১৮৭০ ও ১৮৮০ দশক হতে শুরু করে নৃবৈজ্ঞানিক ঘরানার মাঝে যেভাবে এ বিষয়টিকে ঘিরে ভাবনা চিন্তার বিকাশ ঘটানো হয়েছে কেবল সেটিকেও যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে একটি স্বতন্ত্র ও অভিনব ভাষ্যের বেড়ে ওঠাকে দেখতে পাওয়া যায়। এই 'আদিম সমাজ বিষয়ক নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তা' প্রাথমিক পর্যয়ে যখন বেড়ে ওঠে অর্থাৎ, শুরুতে যখন তার নিজস্ব ভূভাগ আলাদা করে নিতে শুরু করে সে পর্বটি এগিয়েছিল খুব ক্ষিপ্র গতিতে – বিস্ময়কর সেই ক্ষিপ্রতা । কিন্তু প্রাথমিকভাবে এই স্বাতন্ত্র্য তৈরি হয়ে গেলে পরে ক্রমাগত বছরের পর বছর, দশকের পর দশক জুড়ে নৃবিজ্ঞানীরা যে গভীর 'নিষ্ঠা' ও 'অধ্যাবসায়ে'র সঙ্গে এ বিষয়টির সাথে জড়িত থাকলেন, নিবিড় মোহাচ্ছন্নতায় এক অভিন্ন গল্প তৈরিতে নিবিষ্ট রইলেন সেটি বরং আরও বিস্ময়জাগানিয়া, আরও অনন্যসাধারণ এক বিষয়। বস্তুতঃ 'আদিম' সমাজের 'প্রোটোটাইপ' নিয়ে এ নাছোড়বান্দা সংশ্লিষ্টতা সত্যিই অতুলনীয়। বিশ্লেষণের বিষয় হতে পারে যে কেন নৃবিজ্ঞানীগণ এই বিশেষ একটি বিষয়ে মোহাচ্ছন হয়ে থাকলো। দেখা যেতে পারে যে, এই গভীর মোহাচ্ছন্নতা আবার কিভাবে শাস্ত্রটির অবস্থা ও গতিমুখকে নির্ধারণ করেছে, এবং পরবর্তী সময়ে নৃবিজ্ঞানের সংকটদশার অন্যতম উৎস হিসেবেও কাজ করেছে।

কুপারের একটি বিশেষ গ্রন্থ এবং সে গ্রন্থের বিশ্লেষণী অবস্থান উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এ লেখা শুরু করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। গ্রন্থটিতে কুপার কথা বলেছেন আদিম সমাজ, আদিম সমাজের জ্ঞাতি-সম্পর্ক, বংশধারা প্রভৃতি বিষয়ে নৃবিজ্ঞানের প্রাথমিক বিবর্তনবাদী তত্ত্বসমূহ এবং সেগুলোর প্রতি বোয়সীয়ান ধারার প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে। কিন্তু এটি

কেবল পিতৃতন্ত্র, বংশধারা, টোটেম-ট্যাবু, অন্তর্বিবাহ, বহির্বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে নৃবিজ্ঞানীরা কে, কখন, কোন ধরনের অধ্যয়ন করেছেন বা কী তত্ত্ব দিয়েছেন সে সংক্রান্ত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। এই সীমাবদ্ধ না থাকাটাই এ বিশ্লেষণের বিশিষ্টতা, এখানেই এর অবস্থানগত স্বাতন্ত্র্য। একদিক থেকে দেখলে এসব বিশিষ্টতার কারণেই এ সংকলনের লেখাগুলো উদযাপিত। এ বিশ্লেষণের বিশিষ্টতা আসলে বোঝা যায় গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটির মাঝ দিয়েই: "আদিম সমাজগুলো নিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা যে সকল উপায়, পন্থা বা পথ ব্যবহার করে ভেবেছে এ গ্রন্থ সেকল পথ-পন্থার ইতিহাস" ("This book is a history of the ways in which anthropologists have thought about primitive societies")। অর্থাৎ, কেবলমাত্র চিন্তা বা তত্ত্ব নয় বরং সেই চিন্তার উপায় বা চিন্তা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া ও পরিপ্রেক্ষিত বিশ্লিষ্ট হয়েছে এখানে।

তাহলে এখান থেকে আমরা অতি সাধারণ একটি বিশ্লেষণী সিদ্ধান্তে পৌঁছাই: কোনো শাস্ত্রের (এক্ষেত্রে আমরা নির্দিষ্ট করে নৃবিজ্ঞানের কথাই বলি) তাত্ত্বিক ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বিকাশ বোঝার ক্ষেত্রে বা এই বিকাশের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে এরকম যেখানে দেখা হবে কী কী চিন্তা বা চিন্তাস্রোত ঐ শাস্ত্রের পরিমণ্ডলে বিভিন্ন সময় এসেছে; সেগুলো কারা রূপদান করেছেন, কী ছিল তাদের সারকথা। অপরদিকে ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে যেখানে কে বা কারা কী বলেছেন, কোন ধরনের তত্ত্ব দিয়েছেন, কোন বিষয়ে কাজ করেছেন তা দেখার পাশাপাশি কেন করেছেন, কোন তাগিদ থেকে এবং উপলব্ধি থেকে, কোন পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বিবেচনাসমূহের ফলশ্রুতিতে, কোন রাজনীতি-মতাদর্শ বা বৈশ্বিক সম্পর্কের মাঝে থেকে করেছেন সেই আপাতঃ দৃশ্যান্তরালের বিষয়গুলো নিয়েও ঐতিহাসিক অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দাঁড় করানো হবে। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা তাৎপর্যপূর্ণ এবং এসব ভিন্নতার কারণে শ্রাস্ত্রের তত্ত্বীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের ধরণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। আবার এ বিবিধতার পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয়ে যায় যে কোনো একটি অনুসন্ধান কী কী জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্রে রেখে অগ্রসর হবে, কিভাবে হবে।

যে দুটি প্রকরণের কথা এই সাধারণ অনুমিতির মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হলো তত্ত্ব-ইতিহাস অনুসন্ধানের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা কেবল এই দুটি প্রকরণের

মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জ্ঞানকাণ্ডীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের দৃষ্টিভঙ্গি, অবস্থান, পরিপ্রেক্ষিত নানা রকমের হতে পারে। এই অবস্থান ও অনুমিতিগত ভিন্নতা ইতিহাস অনুসন্ধান বা তত্ত্ব-ইতিহাসের পঠন-পাঠন, বিশ্লেষণের পুরো আদলকেই গভীরভাবে বদলে দিতে পারে।

নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থানগত যে বহুবিধতার দেখা পাওয়া যায় সে প্রসঙ্গে এ নিবন্ধ একটি কথোপকথনের সূচনা করতে চায়–বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, বাংলা ভাষায় অবশ্যই। এই দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থানগত বিষয়টি যে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে নৃবিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্ব কিংবা জ্ঞান উৎপাদন ও পরিবেশন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো সামনে আসার কারণে আরও প্রকট আকার ধারণ করছে তার প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করাটাও লক্ষ। তাছাড়া, নৃবিজ্ঞান শাস্ত্রকে বোঝার ক্ষেত্রে এবং এই শাস্ত্রের স্বতন্ত্র চেতনা থেকে জগতকে বুঝতে গেলে দর্শন, ইতিহাস এবং বিশ্ব-রাজনীতি বিষয়ে সুস্পষ্ট উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ থাকা যে বিপুলভাবে প্রয়োজন ঐ বিষয়টিও আমি সামনে আনতে চাই, নৃবিজ্ঞানের নিজস্ব তত্ত্বের বিকাশ তুলে ধরার মধ্য দিয়ে । এভাবে এ নিবন্ধ নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাসের পাঠকে বৃহত্তর উপলব্ধি ও চেতনাবোধের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখতে চায়।

নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস ও ইতিহাসের দর্শন

শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞান তার নিজের ইতিহাস সম্পর্কে খুবই সচেতন। বিশ্লেষকরা নৃবিজ্ঞানে ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপ্তিকে বোঝাতে যেয়ে এমনও বলেছেন যে নৃবিজ্ঞানের মতো একটি শাস্ত্রের স্বরূপ নির্ধারণে ইতিহাস সম্ভবত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ (History has its uses and no more so than in defining a discipline like anthropology) (Urry 1996:277)। কিন্তু 'ইতিহাস'-এর সংজ্ঞার্থ কী এবং কিভাবে ইতিহাসের চর্চা করা হবে – সে প্রশ্নটিও মীমাংসিত নয়। জ্ঞানকাণ্ডীয় ইতিহাস অধ্যয়নে এ অমীমাংসিত প্রশ্ন সম্ভবত আরও জটিল আকার ধারণ করে, চরম পরিণতিতে পৌছায়। পল বোহান্নান নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তাসমূহকে গ্রন্থবদ্ধ করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধানে দার্শনিক অবস্থান কী হবে সে প্রশ্ন উথাপন করেছেন (Bohannan 1973)। এ প্রসঙ্গে তিনি মনে

করেন আর, জি, কলিংউড-এর 'The Idea of History' এবং ই, এইচ, কার-এর 'What is History?' শিরোনামের কাজগুলোতে ইতিহাস অধ্যয়নের বিষয়বস্তু এবং অধ্যয়ন পদ্ধতি বিষয়ে যে অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে সেটি নৃবিজ্ঞানীর জন্য বেশ কাজের হতে পারে। নৃবিজ্ঞানী তার নিজের ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে যেমন এ সকল ইতিহাসবিদদের অবস্থান ও অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করতে পারে তেমনি ব্যবহার করতে পারে এথনোগ্রাফির ক্ষেত্রেও।

বিশেষ করে নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কলিংউড-এর যে দার্শনিক অবস্থান সেটিকে বেশ প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখেন পল বোহান্নান। অবস্থানটি হলো এই যে: ইতিহাস দর্শনের মূল ভাবনা বা বিশ্লেষণের বিষয় সরাসরি অতীত নয়, আবার অতীত নিয়ে ইতিহাসবিদ কী ভাবে সেটিও এক্ষেত্রে সরাসরি বিবেচ্য বিষয় নয়। এখানে বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো সম্পর্কটি – 'অতীত' এবং 'অতীত সম্পর্কে ইতিহাসবিদের ভাবনা'-এ দুটি বিষয়ের মধ্যকার সম্পর্কই হলো ইতিহাসের দর্শনে মূল বিষয়। কলিংউড থেকে বোহন্নান উদ্ধৃত করেন: "ইতিহাসবিদ যে অতীত অধ্যয়ন করেন সেটি মৃত অতীত নয়, সে অতীতই তার আধেয়, যা কোনো না কোনো ভাবে বর্তমানে হাজির আছে, বর্তমানের মাঝে জীবন্ত রয়েছে"।

কলিংউড-এর এ বক্তব্যকে বোহান্নান নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন এভাবে যে, আমরা যখন নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস অনুসন্ধান করব তখন আমাদের আসলে দেখার বিষয় হবে নৃবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে নৃবিজ্ঞানের মাঝে কী অর্থ খুঁজে পেয়েছেন সেটি। ঐ অর্থগুলো হচ্ছে সে সময়ের ফসল যে সময়ে ঐ নৃবিজ্ঞানীরা বসবাস করতেন। কিন্তু নিজেদের সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে অর্থ নৃবিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছিলেন সেগুলোর প্রাসঙ্গিকতা অতীতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। আজও, আমাদের কালেও ঐ অর্থগুলো প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে, বোহান্নানে মতে, অতীতে কী ছিল নৃবিজ্ঞান সেটা আমাদের অনুসন্ধানের অভীষ্ট নয়, বরং আমাদের দেখবার বিষয় হচ্ছে আজকে নৃবিজ্ঞান কী এবং ভবিষ্যতের নৃবিজ্ঞান কী হবে। বোহান্নান এরপর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এক উক্তি করেন: নৃবিজ্ঞানের বেড়ে ওঠা বা বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে, কাল পরিক্রমায় নৃবিজ্ঞান নিজে যখন ক্রমশ বদল হতে থাকে, তখন

ঐ বদলের সাথে সাথে তার অতীত কী ছিল সে বিষয়ে নৃবিজ্ঞানের নিজের পাঠ বা অবস্থানও বদলে যায়। সরাসরি বোহান্নান থেকে উদ্ধৃত করা যায়: "....what it (anthropology) was necessarily changes with the changes in what it is becoming" (Bohannan 1973) ।

এই যে দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে বর্তমান বা ভবিষ্যতের বিবেচনা থেকে ইতিহাসকে বুঝতে চাওয়া হয় সেটিকে ইতিহাস শাস্ত্রে সাধারণত চিহ্নিত করা হয় 'বর্তমানবাদী' বা 'prsentist' হিসেবে। বোহান্নান সজাগ থেকেছেন যে এই বর্তমানবাদিতা সকল সময় প্রশংসিত হয় না, তথাপি তিনি মনে করেছেন একজন বিজ্ঞানীর জন্য অন্য কোন অবস্থান বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ প্রশ্নাতীত নয়। এক্ষেত্রে তিনি তার অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করার জন্য উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে যদি আমরা হার্বার্ট স্পেন্সারের কাজকে বুঝতে চাই তাহলে তিনি তার নিজ সময়ের প্রেক্ষিতে কী বলতে চেয়েছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাও সত্য যে তার সমসাময়িক পাঠকদের অজ্ঞতা ও উৎসাহ সর্ম্পকে অবহিত না থেকে তার কাজকে আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না। কিন্তু জরুরী কথা হলো বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে যদি স্পেন্সারের বক্তব্যে কোনো অর্থ বা আবেদন না থাকে তাহলে সেটি পাঠ করার কোন মানে থাকে না। এভাবে বর্তমানবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শেষ পর্যন্ত বর্তমানের তুল্যদণ্ডেই অতীতের তত্ত্ব বা তাত্ত্বিককে বুঝতে চায়। ইতিহাস অনুসন্ধানের এই বর্তমানবাদিতা কেবল যে পল বোহান্নানের লেখায় সমাদৃত হয়েছে তা নয়। নৃবিজ্ঞানীরা তাদের জ্ঞানকাণ্ডের ইতিহাস রচনায় বা ইতিহাস শেখানোয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করেছেন।

অন্যদিকে, এই বর্তমানবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকটা সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে দেখবার ইঙ্গিত রয়েছে কোনো কোনো বিশ্লেষকের বক্তব্যে (e.g. Urry 1996)। অবশ্য নৃবিজ্ঞানীদের নিজস্ব ইতিহাস অনুসন্ধানে এই বর্তমানবাদিতার ব্যাপক উপস্থিতি নিয়ে সব থেকে তীব্রভাবে সমালোচনামুখর হয়েছেন সম্ভবত জর্জ স্টকিং জুনিয়র। আমরা জানি যে সাম্প্রতিক দশকগুলোতে নৃবিজ্ঞানের শাস্ত্রীয় ইতিহাস রচনাকারীগণ বা এ রচনা কাজের সাথে জড়িতদের মধ্যে অন্যতম প্রতাপশালী ইতিহাসবেত্তা হলেন স্টকিং জুনিয়র। তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গিটিকে সমর্থন করেন এবং যেখান থেকে তার কাজগুলো তিনি দাঁড় করিয়েছেন সেটি 'ইতিহাসবাদী'

(historiocist) দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে ইতিহাসতত্ত্বে পরিচিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয় এবং নৃবিজ্ঞানের অতীত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তত্ত্ব বা তাত্ত্বিককে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় হিসেবে না দেখে সেটিকে বরং অতীতের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের সাথে যুক্ত করে দেখা হয়। আনুষঙ্গিক প্রেক্ষাপটকে সবিস্তারে বোঝার মধ্য দিয়ে নৃবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞানী বা নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বোঝার উদ্যোগ নেয়া হয়। অতীত সময়, অতীত সমাজ, অতীতের আন্তর্জাতিকতা, দর্শন-চিন্তা-ইতিহাস, সংস্কৃতি-রাজনীতি, বিদ্যাজাগতিক চর্চা প্রভৃতি বিষয়ের সাথে তত্ত্ব ও তাত্ত্বিককে যুক্ত করে দেখার চেষ্টা করা হয় - যে যুক্ততা ঐ অতীতের বাস্তবতা। বস্তুতঃ যে বাস্তবতার গর্ভ থেকে তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক ধারাসমূহ, তাত্ত্বিকের চিন্তা বেড়ে উঠেছিল সেই বাস্তবতার মাঝে তত্ত্ব ও চিন্তাকে স্থাপিত হিসেবে দেখতে চাওয়াটা হচ্ছে এ দৃষ্টিভঙ্গির মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোনঃ বর্তমানবাদিতা বনাম ইতিহাসবাদিতা

নৃবৈজ্ঞানিক ইতিহাস অনুসন্ধানের জায়গা থেকে জর্জ ডাব্লিউ স্টকিং জুনিয়র (Stocking, Jr. 1968: 1-12) 'ইতিহাসবাদিতা' এবং 'বর্তমানবাদিতা' সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনাকে প্রাসঙ্গিক হিসেবে দেখা যায়। স্টকিং-এর বিশ্লেষণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রাক্কালে বলে নেয়া প্রয়োজন যে, নৃবিজ্ঞান নিজের ইতিহাসকে কিভাবে অনুসন্ধান করবে সে বিষয়ে তার কাজের মধ্য দিয়ে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে সেটিকে যুগান্তকারী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বস্তত তিনি নৃবিজ্ঞানীদের (সুনির্দিষ্ট করে বললে, নবিজ্ঞানের ইতিহাসকারদের) ইতিহাসবোধকেই আমূলে নাড়া দিয়েছেন। নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় সত্যিকারের ইতিহাসবোধকে শক্তিশালীরূপে হাজির করার কৃতিত্ব তাঁর। ইতোপূর্বে এই জ্ঞানকাণ্ডের ইতিহাস রচনায় যে প্রধান প্রবণতাসমূহ ছিল সেগুলোর মধ্যে এক ধরনের উদ্দেশ্যবাদিতা এবং পক্ষপাতদুষ্টতার উপস্থিতি চিহ্নিত করা সম্ভব (কেন এ ধারার ইতিহাস অনুসন্ধানসমূহকে উদ্দেশমূলক হবার দোষে দুষ্ট বলছি সে প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি)। একভাবে এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা রয়েছে জর্জ স্টকিং এর কাজে।

জর্জ স্টকিং এর অবশ্য একটা বিশেষ সুবিধা রয়েছেঃ তিনি নৃবিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসকে দেখবার ক্ষেত্রে একই সাথে তিনি ঘরের মানুষ এবং

বাইরের মানুষও – ভেতরের লোক এবং বাইরের লোক দু'রকম অবস্থান থেকে বিষয়টিকে দেখার তাঁর হয়েছে। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ তার সর্বশেষ ঠিকানা, কিন্তু এই আমেরিকান ইতিহাসবিদ প্রশিক্ষিত হয়েছেন ইতিহাসশাস্ত্রে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে তার বিশেষায়িত পড়াশোনা। ১৯৬৮ সালে যখন তার প্রথম বড় কাজটি প্রকাশিত হয় তখন তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও নৃবিজ্ঞান উভয় বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপক। ইতিহাস শাস্ত্রের নিবিড় প্রশিক্ষণের সাথে তার সুযোগ ঘটেছে নৃবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বের সাথে ধারাবাহিক গভীর সংযোগ রক্ষার। উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না যে, এই গ্রন্থের ব্লার্বে মার্গারেট মীড লিখেছিলেন, "জর্জ স্টকিং-কে নিজেদের ইতিহাসকার হিসেবে পাওয়া নৃবিজ্ঞানীদের জন্য সৌভাগ্যের। নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে এটিই প্রথম পুস্তক যেখানে একজন ইতিহাসবিদের দক্ষতা ও নৃবৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণের সূক্ষ্ম পরিশীলতা এক জায়গায় মিশেছে। এ দুটোর সমন্বয়ে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম নিয়েছে যেটি কেবল ইতিহাস শাস্ত্র থেকে পাওয়া যেতে পারে ...।"

জর্জ স্টকিং তার নিবন্ধে (Stocking, Jr. 1968) আচরণগত বিজ্ঞানসমূহের (behavioral Sciences) ইতিহাসতত্ত্ব (হিস্ট্রিগ্রাফি) নিয়ে আলোচনা করেন। এ ধরনের বিজ্ঞানগুলোর ইতিহাসতত্ত্বের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নিয়ে যে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নসমূহ রয়েছে সেগুলোকে তিনি সবিস্তারে দেখার পক্ষপাতি। এক্ষেত্রে প্রধানত প্রয়োজন ইতিহাসশাস্ত্রের পদ্ধতি এবং পদ্ধতিবিদ্যা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ। একই সাথে প্রয়োজন এ সকল ঐতিহাসিক অনুসন্ধান পদ্ধতির সাথে যুক্ত দার্শনিক অনুমিতিগুলোকে যথাযথরূপে নিরূপন করা। কোনো একটি বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে এবং সে পদ্ধতি গ্রহণের পেছনে কোন ধরনের দার্শনিক অনুমান কাজ করবে সেটি নিয়ে ইতিহাস শাস্ত্রের মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে ব্যাপক অনৈক্য রয়েছে। এই অনৈক্যের কথা মাথায় রেখে স্টকিং বলেছেন, "... history itself is in many respects the most undisciplined of disclines"। এই ব্যবধান বা ভিন্নতা হলো মোটিভ এবং মেথড এর। অনৈক্যকে পুরোপুরি ঘুচিয়ে ফেলা সম্ভব নয় বা হয়তো আবশ্যকও নয়। কিন্তু এগুলোর সংজ্ঞার্থ নিরূপন জরুরী এবং এর মধ্য দিয়ে নৃবিজ্ঞানের মতো শাস্ত্রগুলো দেখতে পারে যে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের যে বিবিধ পন্থা ও বিবিধ

অবস্থান রয়েছে সেগুলোর মাঝে তাদের নিজেদের ইতিহাস কোন অবস্থান থেকে রচিত হয়েছে বা রচিত হওয়া সম্ভব।

ইতিহাসবাদিতা এবং বর্তমানবাদিতাকে জর্জ স্টকিং ইতিহাসতত্ত্বের দুটি বিকল্প ঘরানা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যে দুটি ঘরানা নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের ইতিহাসতত্ত্বের জন্যও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থেকেছে। এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, অন্য একজন তাত্ত্বিকের সূত্রায়ন ধার করে তিনি বলছেন, একটি দৃষ্টিভঙ্গি চেষ্টা করে 'অতীতের স্বার্থে অতীতকে বুঝতে' (...."to understand the past for the sake of the past"), যেখানে অপর দৃষ্টিভঙ্গিটি চেষ্টা করে 'বর্তমানের স্বার্থে অতীতকে অধ্যয়ন করতে' (... the study of "the past for the sake of the present")। দ্বিতীয় ধরণের অবস্থান তথা বর্তমানবাদিতা (presentism) বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে উপযোগবাদী। নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিহাস অধ্যয়নের মাধ্যমে উপযোগবাদী ফলাফল পাওয়ার চেষ্টা করাটা কতটা কাজের তা নিয়ে জর্জ স্টকিং তার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

ইতিহাসকারের পক্ষে 'প্রেজেন্টিজম'কে গ্রহণ করার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সাধারণভাবে ঐ দৃষ্টিভঙ্গিটিকেই অধিক কাজের বলে মনে হতে পারে, যেটি কীনা ইতিহাস অনুসন্ধান ইতিহাসকারের নিজের তাত্ত্বিক লক্ষ্য হাসিলেও সহায়তা করে। এ এক ধরনের একধরনের বিভ্রম বা ফ্যালাসি। সহজাতভাবেই নিজের সময়, নিজের ভাবনা, নিজ কালের মূল্যবোধ ও বিবেচনাসমূহ, নিজ অবস্থানকে প্রয়োগ করে অনুসন্ধানের বিষয়টিকে বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবার প্ররোচনার শিকার ইতিহাসবিদ হতে পারেন; বর্তমানের মানদণ্ডে, বর্তমানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত করে ঐতিহাসিক অধ্যয়নকে প্রণালীবদ্ধ করার একটা উসকানির সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। এই প্ররোচনা বা উসকানিকে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন "ইতিহাসবেত্তার 'করুণ বিভ্রম'" ("historians 'pathetic fallacy'") হিসেবে। নৃবিজ্ঞান ও নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীগণ বা নৃবৈজ্ঞানের ইতিহাসকারগণ যে খুব সহজেই এই ফ্যালাসির শিকার হয়েছেন সে নজির যথেষ্ট দেখা যায়। এর ফলে অতীত খণ্ডিত হবার এবং অতীতের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উপস্থাপিত না হবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইতিহাসবেত্তা অতীতের বহু প্রপঞ্চের মধ্যে খুঁজে ফিরেন কোন বিশেষ প্রপঞ্চটি বা প্রপঞ্চসমূহ বর্তমানের

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা ভাবনাগুলোর সাথে জড়িত। এরপর তিনি কালক্রমিক ধারায় বর্তমানের এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলোকে যুক্ত করেন প্রাসঙ্গিক অতীতের সাথে। এর ফলে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ যে ঘটনাটি ঘটে তা হলো নির্বাচিত বিশেষ ঐতিহাসিক প্রপঞ্চটি অতীতে যে জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে উৎপাদিত ও স্থাপিত ছিল, সেখান থেকে এটি সম্পূর্ণ বিচ্যুতরূপে উপস্থাপিত ও পঠিত হয়। ফলশ্রুতিতে এ উপস্থাপন বা অধ্যয়ন পরিণত হয় এক ধরনের বিকৃত ও সঙ্গতিহীন পাঠে। কালপ্রমাদপূর্ণ ভ্রান্ত ব্যাখ্যার সম্ভাবনাও এতে বেড়ে যায়। বর্তমানের প্রয়োজনকে মূল মানদণ্ড ধরে অতীতকে অধ্যয়ন করার তাগিদ থেকে যে ইতিহাস এভাবে লেখা হয় সেটিতে বিকৃতির, ভ্রান্ত ব্যাখ্যার, বিভ্রান্তিকর সাদৃশ্যকরণের অথবা প্রেক্ষাপটকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলার সংকট তৈরি হতে পারে; অথবা ঘটতে পারে প্রক্রিয়াকে অবহেলা করা এবং কালপ্রমাদের মতো ভ্রান্তিও।

অবশ্য বর্তমানবাদিতা যে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য এবং তার জায়গায় কেবলমাত্র যে অতীতের স্বার্থে অতীতকে বোঝার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাই একমাত্র বিকল্প তা স্টকিং মনে করেন না। কিন্তু যেহেতু নৃবিজ্ঞানের মতো শাস্ত্রগুলোতে বর্তমানবাদিতাকে অধিকতর কার্যকর বলে মনে করার একটা বিভ্রান্তিকর সম্ভাবনা সবসময়ই হাজির থাকেঁ এবং অনেক সময় সেটা প্রায়-অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় সে কারণে এ দৃষ্টিভঙ্গির সংকটগুলোকে বেশি করে খেয়াল রাখা জরুরী বলে তিনি মত দেন। বস্তুতঃ যেটা খুবই সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তা হলো বর্তমানবাদিতার কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ না করে ফেলা। মনে রাখতে হবে যে এ রকম আত্মসমর্পণের ঘটনা বহু ঘটেছে এবং সবসময়ই এটির পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা থাকে। এই বাস্তবতায় বর্তমানবাদিতাকে পুরোপুরি খারিজ না করলেও ইতিহাসবাদিতার ওপর অধিক জোর দেয়া আবশ্যক বলে স্টকিং জুনিয়র মনে করেন।

ইতিহাসবাদিতার ওপর গুরুত্বারোপ পরবর্তীতেও তিনি অব্যাহত রাখেন বটে, তবে কিছু কিছু প্রেক্ষাপটে যে বর্তমানবাদী দৃষ্টিভঙ্গিসমূহও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে সেটি তিনি দেখিয়েছেন। শুধু তা-ই নয় বর্তমানবাদী বা ইতিহাসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারও তার কাজে লক্ষ্য করা যায় (e.g. Stocking 1992)।

জর্জ স্টকিং জুনিয়র এর হিস্ট্রিওগ্রাফি সংক্রান্ত এই আলোচনা আমাদের বিবেচ্য প্রশ্নের একটি বিশেষ দিককে উন্মোচিত করে, সমগ্রকে নয়। তত্ত্ব-ইতিহাস রচয়িতার বর্তমানের এজেন্ডাকে প্রাধান্য দেয়ার ঘটনা নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কম হয়নি। সেসব কাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে চিনতে পারা এবং নৃবিজ্ঞানে সত্যিকারের ইতিহাসবোধ আনায়নের ক্ষেত্রে স্টকিং-এর এ বিশ্লেষণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাস পাঠের দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘিরে যে প্রশ্নগুলো সেগুলোর আরও অনেক মাত্রা রয়েছে। ইতিহাসতত্ত্ব এবং ইতিহাসতত্ত্বের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল দর্শন সেখানে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এ প্রসঙ্গগুলো ছাড়িয়ে আরও বেশ কিছু বিষয় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাস অনুসন্ধানের সেই সংকটময় দিকগুলো নিয়েও আলাপচারিতায় যুক্ত হওয়া আবশ্যক।

নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ইতিহাস – শাস্ত্রের ইতিহাসঃ দৃষ্টিভঙ্গির বিবিধতা

কোন একটি শাস্ত্রের বেড়ে ওঠা, সে শাস্ত্রের সীমানার মধ্যে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিবিদ্যাগত ধারাসমূহের বিকাশ, শাস্ত্রকার-তাত্ত্বিকগণের কাজ, তাদের অবস্থান ও বক্তব্য প্রভৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সকল ইতিহাসকার অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছান না। এমনকি সকলের নিকট একই প্রসঙ্গ বা একই তথ্য গুরুত্বপূর্ণও নয়। ইতিহাসকারের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান, জ্ঞান ও জ্ঞান উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ে তার দার্শনিক অনুমান ও বিশ্বাসসমূহ, তার বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও দেখবার গভীরতা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রাজনীতি-আত্মপরিচয়-ক্ষমতা সম্পর্ক-বৈশ্বিক ব্যবস্থা প্রভৃতির মধ্যে ইতিহাসকারের আপেক্ষিক অবস্থিতি এবং সেগুলো নিয়ে তার পাঠ, তার সচেতনতা ও সংশ্লিষ্টতার মাত্রা। এসবের ওপর নির্ভর করে স্থিরিকৃত হয় যে কোনো একজন ইতিহাসবিদ কর্তৃক কোনো ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ কীভাবে বিশ্লেষিত হবে। তত্ত্ব, তাত্ত্বিক ধারা কিংবা তাত্ত্বিকগণের অবস্থানও এমনই ঐতিহাসিক প্রপঞ্চ যেগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তত্ত্ব-ইতিহাসের রচয়িতাকে একই সব প্রশ্নসমূহের মাঝ দিয়ে যেতে হয়। বস্তুত ইতিহাসবিদ ই এইচ কার (Carr 1961) ঐতিহাসিক তথ্যের নির্মাণ প্রসঙ্গে যে বিশ্লেষণ হাজির করেছেন সেটিই আমাদেরকে বারবার স্মরণ করতে হয়।

নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে বলে আমরা দেখতে পাই। তালাল আসাদ (Asad 1973), অ্যাডাম কুপার (Kuper 1983 [1973]), হেনরিকা কুকলিক (Kucklick 1991), ইভান্স প্রিচার্ড (Evans-Pritchard 1991[1951]) কিংবা জর্জ স্টকিং জুনিয়রের (Stocking Jr. 1996) কাজগুলো একভাবে দেখলে অভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলে। বিষয়টি হলো: ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস। কিন্তু এই অভিন্ন বিষয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এদের বিশ্লেষণের ভরকেন্দ্র কোনো ভাবেই অভিন্ন নয়। কুপার যেখানে চিন্তার (Kuper 1973) বিকাশকে চিত্রায়িত করার ওপর জোর দেন, তালাল আসাদের (Asad 1973) কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা, ক্ষমতা-আধিপত্য প্রভৃতি বিষয়ের সাথে ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানের যোগাযোগকে চিত্রায়িত করা। নিজের পরবর্তী কাজগুলোতে কুপার (Kuper 1988; Kuper 1999) তার অবস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংশোধন ঘটান, অন্যদিকে তালাল আসাদ তার পরবর্তী কাজগুলোর একটিতে (Asad 1991) পূর্বের অবস্থানকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান। এ পর্যায়ে এসে তিনি দেখাতে চান যে ঔপনিবেশিকতা ও নৃবিজ্ঞানের সম্পর্কের ইতিহাস অবশ্যই অধ্যয়নের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র; তবে কেবল সেই বিশ্লেষণই যথেষ্ট নয়, সামগ্রিকভাবে পশ্চিমা হেজিমনিকেই বিশ্লেষণের আওতায় আনতে হবে। এই যে শাস্ত্র ও শাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণ এটি প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের বিবিধতা এবং স্বতন্ত্র্যকেই প্রতিফলিত করে। শাস্ত্র ও শাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে ইতিহাসকারের উপলব্ধি এবং বোঝাপড়ার ভিন্নতা থেকেই এসকল বিবিধতা উৎসারিত।

দার্শনিক অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি বা ইতিহাসকারের বোঝাপড়া যে শাস্ত্রের বা শাস্ত্রের মধ্যকার তাত্ত্বিক ধারাসমূহের ইতিহাস বিশ্লেষণে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে তা খুবই প্রকটভাবে (কেউ কেউ হয়তো বলবেন উৎকটভাবে) প্রকাশিত হয়েছে সম্ভবত মারভিন হ্যারিসের কাজে (Harris 1968)। কোন একজন ইতিহাসকার তার নিজের অবস্থানের যথার্থতা প্রমাণের এজেন্ডা নিয়ে যখন শাস্ত্রের ইতিহাস বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হন তখন সেটি যে বহুলাংশে বিভ্রান্তিকর হতে পারে অনেকের মতেই মারভিন হ্যারিসের কাজটি তার একটি ভালো উদাহরণ। আমরা জানি যে, 'সাংস্কৃতিক বস্তুবাদ' নামীয় একটি তাত্ত্বিক ধারাকে প্রতিষ্ঠা দেয়া ছিল হ্যারিসের লক্ষ্য। তার গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টতই বলেছেন সাংস্কৃতিক বস্তুবাদী

দৃষ্টিভঙ্গিকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করতে না পারাটাই নৃবিজ্ঞানের প্রধান ব্যর্থতা। তাত্ত্বিক বিকাশের ইতিহাস আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি এই ব্যর্থতার প্রকৃতিই উন্মোচন করতে চেয়েছেন। "নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ইতিহাস হিসেবে এ গ্রন্থ তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকগণ সংক্রান্ত কোন বিশ্বকোষ নয়, বরং এটি রচিত হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্টকে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে" (ibid.: 5)। সে পয়েন্টটি হলো সাংস্কৃতি বস্তুবাদের শ্রেষ্ঠত্ব।

এভাবে তত্ত্ব-ইতিহাস অধ্যয়নের যে বহুবিধ অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির দেখা পাওয়া যায় সেটিকে আমরা কিভাবে ধারণায়ন করব বা কিভাবে পাঠ করব? তত্ত্ব-ইতিহাস আলোচনায় কোন দৃষ্টিভঙ্গি আমরা গ্রহণ করব এবং তার সংজ্ঞার্থ কিভাবে নিরূপন করব এই বিবিধতাকে? নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব কিংবা তত্ত্ব-ইতিহাস সম্পর্কে এই যে অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতা সেটি নৃবিজ্ঞান ও নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? কেবল এটিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করে নেয়াই যথেষ্ট নয়। নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করতে গিয়ে (এবং অবশ্যই শিক্ষক হিসেবে সে ইতিহাসের পঠন উপস্থাপন করতে গিয়ে) আমরা কিভাবে এই বহুবিধতার মুখোমুখি হই: এই বহুবিধতাকে আমরা উপেক্ষা করি, সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের পাঠ তৈরি করি, নাকি এসব প্রশ্নকে আদৌ না দেখতে পাওয়ার মধ্যেই আমরা স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পাই – প্রভৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ইতিহাসের আলোচনা কেবল বিভিন্ন তাত্ত্বিক ঘরানার কালক্রমিক ধারাবিবরণী নাকি এটি ইতিহাস-দর্শন-বিশ্ব ব্যবস্থার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে পঠিতব্য – সে প্রশ্নটির মুখোমুখি না হওয়ার বিকল্প থাকে না।

বস্তুত তত্ত্ব-ইতিহাস আলোচনা ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এই যে সমস্যাসমূহ রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করা, সমস্যার স্বরূপ স্পষ্টীকরণ ও সেটিকে পরিবেশন করাই একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করে যখন শিক্ষার্থী নৃবিজ্ঞানীদের নিকট তত্ত্ব ইতিহাসকে উপস্থাপন করার সময় কোন দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান গ্রহণ করা হবে সে প্রশ্নের মীমংসা করতে হয় অথবা ভাবতে হয় যে দৃষ্টিভঙ্গির বিবিধতাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে নৃবিজ্ঞান যখন সামগ্রিকভাবে শাস্ত্র হিসেবে গূঢ় জ্ঞানতত্ত্বীয় ও পরিবেশনগত সংকটের (epistemological and representational crisis) মধ্য দিয়ে যাচ্ছে (Hastrup 1995) তখন এর শাস্ত্রীয় তত্ত্ব ইতিহাসের পাঠকে

কিভাবে সমস্যায়িত করা হবে সেটি আরও দুরূহ উদ্যোগ বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে যেখানে নৃবিজ্ঞান এখনও শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়ানোর মতো পথ পাড়ি দেয়নি সেখানে শাস্ত্রের ইতিহাসকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। এটি প্রথমত এ কারণে যে গৃহীত অবস্থানটি সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার সহজ সম্ভাবনা এখানে রয়েছে, এবং দ্বিতীয়ত এখানে এ সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুসংগঠিত কোন আলাপমালা গড়ে ওঠা দূরে থাক –সে রকম আলাপ-আলোচনা এখনও সেভাবে সূচীতই হয়নি। ফলশ্রুতিতে পরিস্থিতিটি একদিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ আবার অন্যদিক থেকে দেখলে উদ্দীপকও। এ প্রসঙ্গে জেরি ডি, মুর নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তাত্ত্বিকদের সাথে পরিচিতমূলক তার গ্রন্থটির (Moore 1997) সূচনায় এই ঝুঁকি সাধারণভাবেই কী প্রকট তার স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। স্নাতক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তত্ত্ব-ইতিহাসের সাথে পরিচিত হতে যেয়ে কিভাবে এক ধরনের বিমূঢ়তার মুখোমুখি হয় তা বুঝাতে যেয়ে একজন ছাত্র অভিযোগ উত্থাপন করলেন সেই অনুপস্থিত অধ্যাপক সম্পর্কে যিনি তাদেরকে কোর্সটি পড়িয়ে থাকেন। ছাত্রটির ভাষ্য হলোঃ তারা যখন এডওয়ার্ড টাইলরকে নিয়ে আলোচনা শুরু করেন, তখন ঐ অধ্যাপক তাদেরকে বলে টাইলর ছিলেন শুধুই একজন আরাম-কেদারা নৃবিজ্ঞানী। তারপর তারা ম্যালিনোস্কিকে নিয়ে পড়াশুনা শুরু করে যাকে সকলেই একজন ভালো মাঠকর্মকারী নৃবিজ্ঞানী বলে জানে। ঐ অধ্যাপক তখন বলেন ম্যালিনোস্কি ছিল একজন বর্ণবাদী। এরপর যখন তারা মার্গারেট মীডের কাজ নিয়ে পড়াশুনা শুরু করে তখন অধ্যাপক সাহেব বলেন মীড ছিলেন একজন মিথ্যাবাদী। এ বর্ণনা দেয়ার পর ছাত্রটির প্রশ্ন হলো: এসবের তাহলে মানেটা কী?

এই উদাহরণটি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে মুর যে বার্তাটি দিতে চান সেটি নিয়ে আমরা আবশ্যিকভাবে একমত না-ও হতে পারি। তার মতে নিজেদের মধ্যে অনাবশ্যক সমালোচনায় অবতীর্ণ হওয়া নৃবিজ্ঞানীদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এখানে তিনি আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলোজিক্যাল এসোসিয়েশন-এর সাবেক সভাপতি জেমস পিকক-এর একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করেন, যেখানে তিনি বলেছেন, "... বিজয় যখন সমাগত আমরা (নৃবিজ্ঞানীরা) তখন পশ্চাদপসারণ করি, নিজেদের দিকে ফিরি, আত্মরতিতে মগ্ন হই, ক্ষুদ্র তর্কাতর্কিতে আমাদের শক্তি-সম্পদ অপব্যয় করি, কূপমণ্ডুকসম তুচ্ছ বিষয়াষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

সীমাবদ্ধ করি, রোম যখন পুড়তে থাকে এবং বর্বররা দরোজায় পৌঁছে যায় তখন আমরা বাঁশি বাজানোয় ব্যস্ত" (Peacock 1994; cf. Moore 1997: 10)।

নৃবিজ্ঞানীদের আত্মমগ্নতা এবং আত্মসমালোচনা প্রবণতা বিষয়ে এই যখন ভাবমূর্তি তখন যথেষ্ট সতর্ক থাকার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং জ্ঞানকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডের তাত্ত্বিক ইতিহাসকে কিভাবে বোঝা হবে সে প্রশ্নটির নাজুকতা যে অনেক বেশি তা-ই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এটি কোনোভাবেই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার অজুহাত হতে পারে না।

তত্ত্ব, রাজনীতি ও বিশ্ব-ইতিহাস

রবার্ট লেটন নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব সংক্রান্ত পরিচিতিমূলক গ্রন্থ (Layton 1997) রচনা করতে যেয়ে শুরুতেই সতর্ক করছেন যে, তত্ত্ব অলস কল্পনা মাত্র নয়। ব্যবহারিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত ও চালিত করার মধ্য দিয়ে এটি রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা তৈরি করে। তাত্ত্বিকের নিজস্ব সমাজ পরিস্থিতিকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা থেকেই অধিকাংশ তত্ত্ব বেড়ে ওঠে (Layton 1997: 3)। বলা হয়ে থাকে তার সমসাময়িক ইউরোপের রাজনৈতিক অস্থিরতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গেলে টমাস হবসের পক্ষে সামাজিক চুক্তির মতবাদের ভাষ্যকার হয়ে ওঠা না-ও হতে পারত। আবার নিজ জীবনকালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ ও প্রথম মহাযুদ্ধের ঘটনা না ঘটলে এবং এসকল যুদ্ধে এমনকি গভীর ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গেলে 'সমাজ সংক্রান্ত বিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠায় এমিল ডুর্খেইম যে গভীর অন্ত দৃষ্টিময় বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন সেটি আদৌ সম্ভব হতো না (Bohannan and Glazer 1973)। আরও বিস্তৃত করে বললে ষোড়শ শতক পরবর্তী ইউরোপের রাজনীতি ও সমাজ ইতিহাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করে না দেখলে বিজ্ঞান, যুক্তিশীলতা, প্রগতি বা সভ্যতার ধারণাকে বোঝা সম্ভব হয় না। একইভাবে, ঐ একই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের মাঝে গভীরভাবে গ্রথিত হিসেবে না দেখলে আধুনিক সমাজ চিন্তার বিকাশকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এসব উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করেই তত্ত্ব-ইতিহাসের বিশ্লেষকদের কেউ কেউ সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, "তত্ত্ব নিরপেক্ষ নয়" (theories are not neutral)। তত্ত্বকার তার তত্ত্ব বা অবস্থান স্থির করেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে, সমাজ

জীবনের বিশেষ নির্বাচিত কিছু দিকের প্রতি তিনি তার পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান। এভাবে তত্ত্বকারের যাপিত জীবনই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার চিন্তার জন্মদাত্রী (Layton 1997:215)। রবার্ট লেটন আরও অগ্রসর হয়ে তার গ্রন্থের উপসংহারে সিদ্ধান্ত দেন, "রাজনীতির সাথে তত্ত্বের বন্ধন অচ্ছেদ্য" ("Theory is inextricably bounded up with politics") (ibid.)। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীর রাজনীতিকে বিবেচনায় না রেখে ফ্লোরেন্সের সন্তান নিকোলো ম্যাকিয়াভেলীর 'দ্যা প্রিন্স'-এর তাৎপর্য বুঝতে যাওয়া এ কারণেই পুরোপুরি অর্থপূর্ণ না হতে বাধ্য (Malefijt 1974: 50-55)।

অন্যদিকে, অ্যালান বার্নাড (Barnard 2000) নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার বিকাশ বুঝতে গিয়ে মনে করেছেন চিন্তাসমূহের চর্চার ক্ষেত্রে চর্চাকারীদের নিজস্ব যে পটভূমি ছিল সেটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি তাত্ত্বিক বা ব্যক্তি চর্চাকারীর নিজস্ব আগ্রহ বা অনাগ্রহ যে কীভাবে তার চিন্তা-ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে সেটি বার্নাডের কাজে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। প্রতিজন তাত্ত্বিকের নিজস্ব কিছু অনুমান ছিল এবং নিজস্ব কিছু প্রশ্ন ছিল, এসকল অনুমান ও প্রশ্নগুলোর প্রকৃতি কী এবং সেগুলো কোন পটভূমিতে ঐ ব্যক্তির নিকট তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছিল তা যদি বিবেচনায় নেয়া না হয় তাহলে নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশকে বোঝা খণ্ডিত হবে।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে প্রকাশিত নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-ইতিহাস সংক্রান্ত বেশ কিছু গ্রন্থেই (Kuper 1988, Barnard 2000, Eriksen and Neilsen 2001, Stocking 1983) ব্যক্তি নৃবিজ্ঞানীর জীবনের বাঁক ফেরাগুলোকে তার তাত্ত্বিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে সংযুক্ত করে দেখানো হয়েছে। ফ্রান্য বোয়াসের জার্মান 'এথনোলোজিক্যাল ঐতিহ্য' এর সাথে সংযুক্তি তার তাত্ত্বিক অবস্থানের ক্ষেত্রে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত রয়েছে কুপারের কাজে (Kuper 1988)। অন্যদিকে, ইহুদী আত্মপরিচয়ধারী 'বিদেশী' ও 'অভিবাসী' হবার কারণে আমেরিকায় সে সময়কার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ধারাগুলোর সাথে বোয়াসের বিরোধে জড়ানো ঘটনাগুলোও তার তাত্ত্বিক অবস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ (Stocking 1968: 271-308)। এছাড়া, বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তার যে সুস্পষ্ট এবং শক্তিশালী বিশ্লেষণ সেটির উৎসারণ ও

বিকাশকে বোঝার ক্ষেত্রে তার বেড়ে ওঠাকে বিশ্লেষণের আওতায় রাখা আবশ্যক। তত্ত্ব-ইতিহাসের পাঠে তাত্ত্বিকের জীবন-চরিতের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? – এ ধরনের জিজ্ঞাসা স্পষ্টতই আনাড়ি এবং অগভীর বলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যেতে পারে। ম্যালিনোস্কির গণিত অধ্যয়ন এবং পোলিশ বেড়ে ওঠা, ই. বি টাইলরের সংখ্যালঘু কোয়াকার পরিবারে জন্মানো, রেডক্লিফ ব্রাউনের শ্রমিক-শ্রেণীর পটভূমি, মার্সেল মসের ইহুদী পরিচয় এগুলো যে এমনকি শাস্ত্র নৃবিজ্ঞানের প্রকৃতিকেও প্রভাবিত করেছে সেটি বহু বিশ্লেষক তাদের কাজের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন (Eriksen and Neilsen 2001)। এভাবে ইতিহাসকারের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে ইতিহাসের সূত্র কোনটি হবে বা কতদূর বিস্তৃত হবে সেটি পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা যায়।

সামাজিক বিজ্ঞানের চিন্তার ইতিহাস গভীরভাবে মানব ইতিহাসে গ্রথিত। সমাজ চিন্তার পথ পেরুনো একই সাথে পৃথিবীর ইতিহাসের পথ পরিক্রমার সাথে সংশ্লিষ্ট। নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটি সম্ভবত আরও বেশি সত্য। এরিকসেন ও নেলসেন (Eriksen and Nelsen 2001) তাদের কাজে এই ইতিহাস, ক্ষমতার পালাবদল, আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কের পরিবর্তন, সমাজ ইতিহাসের রূপান্তর, সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন, বৈশ্বিক ক্ষমতার টানাপোড়েন, সামরিক ক্যু, গেরিলা প্রতিরোধ, গণ মানুষের বিপ্লব, রাজনৈতিক উত্থান-পতন, ভূ-রাজনৈতিক সম্পর্কব্যবস্থার রূপ পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়সমূহ যে গভীর ও অনিবার্য প্রভাব নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশের ওপর রেখেছে সেটি সুস্পষ্টরূপে সামনে এনেছেন। এই সুস্পষ্ট ইতিহাসচেতনা সকল ইতিহাসকারের নিকট 'জরুরী' বলে বিবেচিত না-ও হতে পারে; তাছাড়া সকলে এরূপ অবস্থান গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন বলে প্রত্যাশাও করা যায় না।

নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার ইতিহাসঃ সূচনা ও ব্যাপ্তির অমীমাংসিত দিগন্ত

পল বোহান্নান ও মার্ক গ্লেজার-এর নৃবৈজ্ঞানিক পাঠ সংকলন পুস্তকটির (Bohannan and Glazer 1973) প্রথম অনুচ্ছেদেই নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পর্যবেক্ষণ উপস্থাপিত হয়েছেঃ ইতিহাসের কোনো যাত্রাবিন্দু নেই; একইভাবে নৃবিজ্ঞানেরও কোনো সুনির্দিষ্ট সূচনা-সময় স্থির করা যায় না। মানবতার যাত্রা যেভাবে শুরু নৃবিজ্ঞানের যাত্রাও শুরু হয়েছে বহুলাংশে সেই

একইভাবে...। এমন কোনো ঘটনা নেই বা এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখা যায় না যার পূর্বে নৃবিজ্ঞান ছিল না অথবা কেবল যাকে বা যেটিকে দিয়ে নৃবিজ্ঞান যাত্রা শুরু করলো। আজকে আমরা যেসব অনুসন্ধিৎসা বা কর্মকাণ্ডকে নৃবৈজ্ঞানিক বলে চিহ্নিত করি সেগুলোর অস্তিত্ব এমনকি এই শব্দটি চালু হওয়ার পূর্বেও মানুষের মাঝে ছিল। তখনও এই জিজ্ঞাসাগুলো দিয়ে মানুষের চিন্তা চালিত হয়েছিল যখন 'অ্যানথ্রোপোলোজি' শব্দটি আজকে যে অর্থ বা দ্যোতনা প্রকাশ করে ঠিক সেই অর্থের বাহক ছিল না, বরং এটিকে দিয়ে অন্য কিছু বোঝানো হতো। রোমান ইতিহাসবিদ জেনোফেন, হেরোডিটাস বা টেসিটাসের চিন্তার মধ্যে নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার শক্তিশালী সূত্র হাজির বলে দেখতে পান অনেকেই (Layton 1997, Malefijt 1976, Evans-Pritchard 1991 [1951])। মধ্য যুগের আরব ভূগোলবিদ ও পণ্ডিত ইবনে খালদুনের কাজের মধ্যে শক্তিশালী এথনোগ্রাফিক উপাদান হাজির ছিল বলেও বিশ্লেষকদের কেউ কেউ দেখতে পান। কিন্তু আজকে আমরা নৃবিজ্ঞানী বলতে যা বুঝে থাকি সে অর্থে এদের কাউকে নৃবিজ্ঞানী বলা যায় না। এ বিষয়ে সকলেই প্রায় এক মত যে এদেরকে নৃবিজ্ঞানী অভিধায় অভিষিক্ত করা আবশ্যক নয়। কিন্তু নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তা-সূত্রের বেড়ে ওঠাকে দেখতে গিয়ে এসকল দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা বা চিন্তানায়কদের বক্তব্যকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হবে নাকি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিবর্তনবাদী চিন্তার সূত্রকে ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়েই নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাসকে বোঝা হবে সে বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মতভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

কিছু কিছু বিশ্লেষক দেখিয়েছেন শাস্ত্রের উৎস-বিন্দু স্থির করার ক্ষেত্রে এই যে মতভিন্নতা সেটি শাস্ত্রকার বা ইতিহাসকারের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অবস্থানের সাথে জড়িত। যেমন ইভান্স-প্রিচার্ড নৃবিজ্ঞানে সংকটের উৎস খুঁজতে চেয়েছেন প্রথমত মিশনারী, ভ্রমণকারী ও প্রশাসকদের কল্পনাপ্রবণতা এবং পরবর্তীতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানমুখিতার মধ্যে। সে কারণে তিনি শাস্ত্রের সূচনা দেখেছেন উনবিংশ শতাব্দীতে নয় বরং অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোকময়তার যুগ বা 'এজ অব এনলাইটেনমেন্ট'-এর মধ্যে। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন: " ... (এক অর্থে) কোনো সুনির্দিষ্ট সময়কাল থেকে সামাজিক নৃবিজ্ঞান শুরু হয়েছে বলে স্থির করা যায় না। তথাপি, একটা সময়ের পূর্বে এই বিকাশ অনুসন্ধান করার জন্য পেছন ফিরে তাকানো খুব একটা লাভজনক নয়। আমাদের বিষয়ের এই শৈশবকাল

হলো অষ্টাদশ শতাব্দী। নৃবিজ্ঞান হলো আলোকময়তার সন্তান (চাইল্ড অব অ্যানলাইটেনমেন্ট) (Evans-Pritchard 1991 [1951])"।

ইভান্স-প্রিচার্ডের মতে ফরাসি দেশে নৃবিজ্ঞানের বংশধারা চিহ্নিত করা যায় মঁতেস্‌কিউ (Montesquieu) (১৬৮৯-১৯৫৫) এর কাজ থেকে। বিশেষ করে ১৭৪৮ সালে প্রথম প্রকাশিত মঁতেস্‌কিউ-এর 'The Spirit of the Laws' গ্রন্থটিকে নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার পূর্বসুরিতার গুরুত্বপূর্ণ ধারক হিসেবে দেখা হয়। রেডক্লিফ-ব্রাউনও একই ফরাসি চিন্তাবিদকে নিজেদের পূর্বসূরী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। অন্যদিকে, লেভি-স্ট্রস সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করেছেন ফরাসি দার্শনিক রুশো-কে। 'সংস্কৃতি' কে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের মুখ্য ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সেদিক থেকে নৃবৈজ্ঞানিক অর্থে সংস্কৃতি ধারণা বিকাশের প্রেক্ষিত তৈরিতে সপ্তদশ শতকের ইংরেজ দার্শনিক জন লক ও তার 'ট্যাবুলা রাসা' বিষয়ক সূত্রায়নকে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছেন মারভিন হ্যারিস (Harris 1968)। আর, জি, কলিংউড ১৮৫৬ সালে প্রকাশিত 'The Idea of History' শিরোনামের গ্রন্থে জোহান গটফ্রেইড হার্ডারকে (১৭৪৪-১৮০৩) চিহ্নিত করেন নৃবিজ্ঞানের জনক হিসেবে । কলিংউড-এর এরূপ চিহ্নিতকরণ ভ্রান্ত বোঝাবোঝি থেকে উৎসারিত বলে অনেকে দেখান (Malefijt 1976)। অন্যদিকে, আধুনিক নৃবৈজ্ঞানিক অর্থে সাংস্কৃতিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে হার্ডার প্রথম শক্তিশালীরূপে ইঙ্গিত করেন। এভাবে সমাজের সদস্য হিসেবে শেখা সংস্কৃতি যে মানব আচরণ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ তা জৈব-নির্ধারণবাদিতা সংশ্লিষ্ট বর্ণবাদী ধারণার বিপরীতে শক্তিশালীরূপে তুলে ধরেন। তার এই অবস্থান পরবর্তীকালে ফানয বোয়াসের তাত্ত্বিক অবস্থানের জন্য খুবই সহায়ক বলে প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত সে কারণেই বোয়াসও নৃবিজ্ঞানের জনক হিসেবে চিহ্নিত করেন হার্ডারকে। সেইন্ট সাইমন, অগাস্ট কোঁতের সূত্র ধরে দৃষ্টবাদী বিজ্ঞানের যে ধারা ফরাসি জ্ঞান-ঐতিহ্য হয়ে ব্রিটিশ সামাজিক নৃবিজ্ঞানে এসেছে তার উৎস খুঁজতে গিয়ে অনেকে ইমানুয়েল কান্টের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা এবং গুরুত্বকে সামনে এনেছেন। আবার একই ধারায় অভিজ্ঞতাবাদের প্রতিষ্ঠায় জন লক ও ডেভিড হিউমের অবস্থান নৃবৈজ্ঞানিক চিন্তার পূর্বসূরিতার ধারায় সংযুক্ত হয় (ibid.)। অনেকে আবার আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানের সূচনায় মঁতেস্‌কিউ (Montesquieu) ও রুশো (Rousseau) উভয়ের কৃতিত্বকেই স্বীকৃতি দেয়ার

প্রয়োজন বোধ করেছেন। এভাবে নৃবিজ্ঞান, নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা চিন্তার ইতিহাস অনুসন্ধানকে কোন পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে কিংবা এর সীমারেখার মধ্যে মানব চিন্তার কোন কোন অংশকে যুক্ত করা হবে সে প্রশ্নগুলোর জবাবও একেক জন ইতিহাসকার-বিশ্লেষক একেকভাবে দিয়েছেন। এ ভিন্নতাকে বোঝা যাবে না শাস্ত্র সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অবস্থান বা দর্শনকে বিবেচনায় আনা না হলে।

উপসংহার

কোন একটি শাস্ত্রের তত্ত্বীয় বিকাশ সামগ্রিকভাবে মানব চিন্তার বিকাশ ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রতিটি চিন্তাই আবার একটি চিন্তন প্রক্রিয়ার ফলাফল। কেবল ফলাফলটিকে মূল প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাঠ করা দুরুহ। নৃবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-ইতিহাসকেও এই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বোঝা জরুরী। প্রতিটি তত্ত্ব বা তাত্ত্বিক ধারাকে বর্তমানের আলোকে বিচার করার প্রয়োজন যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি অতীতে বাস্তব পরিস্থিতিতে কোন কোন ধরনের অনুপ্রেরণা বা প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে তাত্ত্বিকগণ ঐ ধরনের বিশ্লেষণ দাঁড় করিয়েছিলেন সেটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া আবশ্যক। তদুপরি সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা চিন্তার ইতিহাসকে সমাজ ও রাজনীতির সামগ্রিক পালাবদলের মাঝে গভীর ও অবিচ্ছেদ্যরূপে প্রোথিত হিসেবে দেখাও জরুরী। কিন্তু বিশ্লেষক বা পাঠক এর কোনটি কোন পর্যায় পর্যন্ত করবেন তা নির্ভর করে তার বোঝাপড়া, চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি বা সামগ্রিক অবস্থানের ওপর। এই পরিপ্রেক্ষিতটির স্পষ্টীকরণ ব্যাতিরেকে নৃবিজ্ঞানের তত্ত্ব-ইতিহাসের পাঠ বা বিশ্লেষণে ব্যাপৃত হওয়া খণ্ডিত উদ্যোগ বলে প্রমাণিত হতে পারে।

তথ্যসূত্র

Asad, T. (ed.) (1973) *Anthropology and the Colonial Encounter*, London: Ithaka Press

Asad, T. (1991) 'Afterword: From the History of Colonial Anthropology to The Anthropology of Western Hegemony' in George Stocking Jr. (ed.) *Colonial Situations: Essays on the*

Contextualization of Ethnographic Knowledge, Madison: The University of Wisconsin Press

Barnard, A. (2000) *History and Theory in Anthropology*, Cambridge: Cambridge University Press

Bohannan. P. (1973) 'Introduction' in P. Bohannan and M. Glazer (eds) *High Points in Anthropology*, New York: Alfred A. Knopf

Bohannan, P. and Glazer, M. (eds) (1973) *High Points in Anthropology*, New York: Alfred A.Knopf

Carr, E.H. (1961) *What is History?* London: Macmillan

Eriksen, Thomas Hylland and Nielsen, Finn Sivert (2001) *A History of Anthropology*, London: Pluto Press

Evans-Pritchar, E. E. (1991) [1951] *Social Anthropology*, London: Cohen and West

Harris, M (1968) *The Rise of Anthropological Theory*, New York: Thomas Y. Crowell Company

Hastrup, K. (1995) *A Passage to Anthropology: Between Experience and theory*, London: Routledge

Kucklick, H. (1991) *The Savage Within: The Social History of British Anthropology, 1885-1945*, Cambridge: Cambridge University Press

Kuper, A. (1983) [1973] *Anthropologists and Anthropology: The Modern British Social Anthropology*, London: Routledge

_______ (1988) *The Invention of Primitive Society: ransformation of an Illusion*, London: Routledge

_______ (1999) *Culture: The Anthropologists' Account*, Cambridge, MA: Harvard University Press

Layton R. (1997) *An Introduction to theory in Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press

Malefijt, Annemarie de Wall (1976) *Images of Man: A History of Anthropological Thought*, New York: Alfred A. Knopf

Moore, Jerry D. (1997) *Visions of Culture: An Introduction to Anthropological Theories and Theorists*, Walnut Creek, CA: AltaMira Press

Moore, Henrietta L. (ed.) (1999) *Anthropological Theory Today*, Polity Press

Stocking, Jr. George W. (1968) *Race, Culture and Evolution – Essays in the Histoty of Anthropology*, New York: The Free Press

________ (1983) *Observers observed: Essays on Ethnographic Fieldwork*, Madison: The University of Wisconsin Press (History of Anthology Vol. 1)

________ (1984) *Functionalism Histrocized: Essays on British Social Anthology*, Madison: The University of Wisconsin Press (History of Anthology Vol. 2)

________ (1992) *The Ethnographer's Magic and Other Essays in the History of Anthropology*, Madison: The University of Wisconsin Press

Urry, J. (1996) 'History of Anthropology' in A. Barnard and J. Spencer (eds) *Encyclopedia of Social and Cultrual Anthropology*, London and New York: Routledge